দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 DEC 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

জনমত জরিপ

সন্ত্রাস ঃ ছাত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষাঙ্গনগুলিতে সন্ত্রাসের কারণ কি? এ সম্পর্কে জাতীয় মতামত কেন্দ্র সম্প্রতি দু'শতাধিক ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর ওপর এক জরিপ চালায়।

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সন্ত্রাস

(প্রথম পৃঃ পর)

জরিপে ছাত্রদের সন্ত্রাসমুখী হওয়ার কারণ কি, এই প্রশ্নের জবাবে ৬৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, রাজনৈতিক কারণে সরকারী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রভাব বিস্তৃত করতে ছাত্রদের ব্যবহার করে। তবে ২৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাই ছাত্রদের সন্ত্রাসমুখী হওয়ার কারণ। অপর দিকে ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ বলেছেন সেশনজট, ছাত্রাবাসে সিটের সংকট, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে ছাত্রদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়ায় তারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে।

সাম্প্রতিককালে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বৃদ্ধির প্রধান কারণ কি? এ প্রশ্নের জবাবে ৪৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, ছাত্রদের রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ব্যবহার সন্ত্রাস বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অন্য দিকে ৩৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ বলেছেন ছাত্র রাজনীতির প্রতি নেতিবাচক জনমত সৃষ্টির জন্য ক্ষমতাসীন মহল কর্তৃক সন্ত্রাস লালনই এ জন্যে দায়ী। আবার ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশের মত হচ্ছে বিরাজমান শোষনমূলক ও দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থাই সন্ত্রাস বৃদ্ধির কারণ। বাকী ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশের অভিমত হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্যই সন্ত্রাস বাড়ছে।

গত মাসের ৬ই নবেম্বর থেকে ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত এ জরিপ পরিচালনা করা হয়।

উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই বলেছেন যে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করতে শুধু পুলিশ যথেষ্ট নয়। পুলিশের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাস দমনে উদ্যোগী হতে হবে।

জরিপটি পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন মতামত কেন্দ্রের চেয়ার ম্যান এডভোকেট এ কে এম বদরুদ্দোজা এবং তাকে সহযোগিতা করেন মোহাম্মদ নাজমুল হক।

উল্লেখ্য, এই জরিপের পদ্ধতি কি এবং দলমত নির্বিশেষে সমানুপাতিক হারে ব্যক্তিবর্গের মতামত নেয়া হয়েছে কিনা সমীক্ষায় তার উল্লেখ নেই।